দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর ছয়েট্টি

ভবিষ্যিদ্বাণীর সিম্ফনির উন্মোচন: মোহর দেওয়ার সময়, পরবর্তী বৃষ্টি, এবং বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান

Jeff Pippenger
2024-01-30

পূর্ববর্তী নিবন্ধে আমরা যে অংশটি বিবেচনা করছি, সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের আঠারো অধ্যায়ে উল্লেখিত "পবিত্র আত্মার মহা বর্ষণ" ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ না আমাদের কাছে এমন একদল আলোকপ্রাপ্ত মানুষ থাকে, যারা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানে, ঈশ্বরের সঙ্গে সহকর্মী হয়ে শ্রম করা বলতে কী বোঝায়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি এই যে, যখন "আমরা খ্রিস্টের সেবায় সম্পূর্ণ, সর্বান্তকরণে নিজেকে নিবেদন করব, তখন ঈশ্বর তাঁর আত্মার অপরিমিত বর্ষণের মাধ্যমে এই সত্যকে স্বীকৃতি দেবেন।" "মহা বর্ষণ" বলে আখ্যা দেওয়াই ইঙ্গিত করে যে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বর্ষণও আছে (পরিমিত)।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের পরাক্রান্ত স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু "গির্জার বৃহত্তম অংশ" তখনও, এবং এখনও, "ঈশ্বরের সঙ্গে একত্রে শ্রমিক নয়।" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে সেই সময় পর্যন্ত, যখন ঈশ্বর এই সত্যটি চিহ্নিত করেন যে অবশেষে এমন একটি দল রয়েছে যারা "খ্রিস্টের সেবায় সম্পূর্ণ, সর্বান্তকরণ সমর্পণ" অর্জন করেছে, তখন শেষ বৃষ্টি "মাপা হয়," জীবিতদের বিচার সংঘটিত হয়, এবং বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকেই শুরু হয়।

প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ে দুটি কণ্ঠ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে সেগুলো গির্জাগুলোর প্রতি দুটি আহ্বান। দ্বিতীয় কণ্ঠ (আহ্বান) হলো বাবিল থেকে বেরিয়ে আসার সেই আহ্বান, যা শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন জারির সময় ঘটবে। প্রথম কণ্ঠটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শোনা গিয়েছিল। তখন যে পবিত্র আত্মার বর্ষণ আরম্ভ হয়েছিল, তা ছিল 'পরিমিত', কারণ মহা ভূমিকম্পের সময় তিনি যখন তাদেরকে এক পতাকা হিসেবে উঁচুতে তুলে ধরলেন, তখন যাঁদের ওপর তিনি শেষপর্যন্ত 'অপরিমিতভাবে' পবিত্র আত্মা ঢেলে দেবেন, তাদেরকে প্রথমে খ্রিস্টের পরিশোধন করা দরকার ছিল। প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠ শোনার আগে ওই দলটির শুদ্ধ হওয়া দরকার ছিল, কারণ তারাই সেই বার্তা ঘোষণা করবে।

১৮৪৪ সালের বসন্তে প্রথম হতাশার সময়, প্রোটেস্ট্যান্টরা ভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টে পরিণত হলো, আর যারা তখন অপেক্ষার সময়ে ছিলেন সেই বিশ্বাসীরা প্রতিনিধিত্ব করল সেই মন্দিরকে, যা গঠিত ছিল তাদের দ্বারা, যারা পূর্বে ঈশ্বরের লোক ছিলেন না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতরণ করলেন, এবং ঈশ্বরের শেষ দিনের মন্দিরকে পরিশোধন ও উত্থাপনের প্রথম ধাপ শুরু হলো, এবং তা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিবাদের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই, পরীক্ষার প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ শুরু হলো। খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের সময় প্রাচীন ইস্রায়েলকে পৃথক করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তখনই খ্রিষ্ট প্রথম শিষ্যদের নির্বাচন করেছিলেন, যারা সেই ইতিহাসে তিনি যে খ্রিস্টীয় মন্দির নির্মাণ করছিলেন তার ভিত্তি ছিলেন।

তাঁর সাড়ে তিন বছরের মন্ত্রণার শুরুতে, খ্রিস্ট মন্দিরকে পরিষ্কার করেছিলেন, যাকে তিনি "তাঁর পিতার গৃহ" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন; আর তাঁর মন্ত্রণার শেষে, যখন তিনি দ্বিতীয় ও চূড়ান্তবারের মতো মন্দিরকে পরিষ্কার করেছিলেন, তখন তাঁর ঘোষণাটি ছিল, "তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উজাড় করে রেখে দেওয়া হয়েছে।" পূর্বের চুক্তির জনগণকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এবং তাঁর নতুন চুক্তির জনগণকে "তাঁর মন্দির" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। রবিবারের আইন জারি হলে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের করপোরেট কাঠামো উজাড় হয়ে পড়বে।

> "ভাববাদী বলেন, 'আমি স্বর্গ থেকে আর-এক দূতকে নেমে আসতে দেখিলাম; তাহার মহা ক্ষমতা ছিল; এবং পৃথিবী তাহার মহিমায় আলোকিত হইল। আর সে প্রবল কণ্ঠে জোরের সঙ্গে ক্রন্দন করিয়া বলিল, মহৎ বাবিল পতিত হইয়াছে, পতিত হইয়াছে, এবং দুষ্টাত্মাদের বাসস্থান হইয়াছে' (প্রকাশিত বাক্য 18:1, 2)। এই সেই একই বার্তা, যা দ্বিতীয় দূত কর্তৃক দেওয়া হইয়াছিল। বাবিল পতিত হইয়াছে, 'কারণ সে আপন ব্যভিচারের ক্রোধরূপ দ্রাক্ষারস সকল জাতিকে পান করাইয়াছে' (প্রকাশিত বাক্য 14:8)। সেই দ্রাক্ষারস কী?—তাহার মিথ্যা মতবাদসমূহ। সে চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবারের পরিবর্তে জগৎকে একটি মিথ্যা বিশ্রামবার দিয়াছে, এবং সেই মিথ্যাই পুনরুক্তি করিয়াছে, যা শয়তান প্রথমে এদনে হবাকে বলিয়াছিল—আত্মার স্বাভাবিক অমরত্ব। বহু সমজাতীয় ভ্রান্তিও সে সর্বত্র বিস্তার করিয়াছে, 'মানুষের আজ্ঞাকে উপদেশরূপে শিক্ষা দিয়া' (মথি 15:9)।"
>
> যখন যিশু জনসমক্ষে তাঁর সেবাকার্য শুরু করলেন, তিনি মন্দিরকে তার ধর্মলঙ্ঘনজনিত অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করলেন। তাঁর সেবাকার্যের অন্তিম কাজগুলোর মধ্যে ছিল মন্দিরের দ্বিতীয় শুদ্ধিকরণ। তেমনি পৃথিবীকে সতর্ক করার শেষ কাজেও গির্জাগুলোর প্রতি দুটি স্বিতন্ত্র আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হলো, 'বাবিল পড়িয়াছে, পড়িয়াছে, সেই মহা নগরী; কারণ সে তাহার ব্যভিচারের ক্রোধের দ্রাক্ষারস সমস্ত জাতিকে পান করাইল' (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮)। আর তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার উচ্চ আহ্বানে স্বর্গ হইতে একটি স্বর শোনা যায়, বলিতেছে, 'হে আমার প্রজা, তোমরা তাহার মধ্যে হইতে বাহির হও, যেন তোমরা তাহার পাপসমূহের সহভাগী না হও, এবং যেন তোমরা তাহার বিপদসমূহ প্রাপ্ত না হও। কারণ তাহার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার অন্যায়সমূহ স্মরণ করিয়াছেন' (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪, ৫)। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৬ ডিসেম্বর, ১৮৯২।

প্রথম মন্দির শুদ্ধিকরণটি প্রকাশিত বাক্যের আঠারোতম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ঠের সঙ্গে মিলে যায়, এবং দ্বিতীয় কণ্ঠ হলো সেই উচ্চ আহ্বান, যা ঈশ্বরের অন্য পালকে বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসতে ডাকে। প্রথম থেকে তৃতীয় পদ পূর্ণ হয়েছিল যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো ভেঙে পড়েছিল। সেটি ঘটেছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, এবং প্রথম মন্দির শুদ্ধিকরণ, অর্থাৎ গির্জাগুলির প্রতি দুই আহ্বানের প্রথমটি করা হয়েছিল। প্রথম আহ্বান শুরু হয় খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের সময়, যখন পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এলেন এবং প্রাচীন ইস্রায়েলের জন্য পরীক্ষা শুরু হলো। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট, প্রথম মন্দির শুদ্ধিকরণ, অর্থাৎ গির্জাগুলির প্রতি দুই আহ্বানের প্রথমটি, মিলারাইট আন্দোলনের উদ্দেশে করা হয়েছিল।

সেই সময়, তদন্তমূলক বিচারের চূড়ান্ত দৃশ্যাবলির সঙ্গে সঙ্গে, শেষ বৃষ্টি এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণ আরম্ভ হয়েছিল। সেই চূড়ান্ত দৃশ্যাবলিতে খ্রিস্টের কাজকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এভাবে যে তিনি বিশ্বস্তদের পাপকে পাপের পুস্তক থেকে মুছে দেন, অথবা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে দাবি করা ব্যক্তিদের নামকে জীবনের পুস্তক থেকে মুছে

দনে। ওই সময়কালটি শষে বৃষ্টরি ছটিা পড়ার সময়কাল, কারণ কলসিয়িা পবত্রি হলে তবইে ঈশ্বর পবত্রি আত্মাকে অপরমিতিভাবে ঢলেে দবেনে। রববিাররে আইন কার্যকর হলে পবত্রি আত্মার বর্ষণ হবে অপরমিতি।

> "ভাইয়রো, প্রস্তুতরি মহান কাজে তোমরা কী করছ? যারা জগতরে সঙ্গে এক হচ্ছ, তারা জাগতকি ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং পশুর চহ্নিরে জন্য প্রস্তুতি নচ্ছি। যারা নজিরে প্রতি অবশ্বিাসী, যারা ঈশ্বররে সামনে নজিদেরে নম্র করছে এবং সত্য মান্য করে তাদরে আত্মাকে শুদ্ধ করছ—তারা স্বর্গীয় ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং কপালে ঈশ্বররে মোহররে জন্য প্রস্তুতি নচ্ছি। যখন ফরমান জারি হবে এবং মোহর বসানো হব, তখন তাদরে চরত্রি অনন্তকাল নর্মিল ও কলঙ্কহীন থাকব।" টস্টেমিোনজি, খণ্ড ৫, ২১৬।
>
> "পবত্রি আত্মার কাজ হলো জগৎকে পাপ, ধার্মকিতা ও বচিাররে বষিয়ে প্রত্যয়তি করা। জগৎকে কবেল তখনই সতর্ক করা যতেে পার, যখন তারা দখেে য যারা সত্যে বশ্বিাস করে তারা সত্যরে দ্বারা পবত্রিীকৃত হয়ছে, উচ্চ ও পবত্রি নীতরি অনুসারে কার্য কর, এবং উচ্চ, মহমিান্বতি অর্থে ঈশ্বররে আজ্ঞা পালনকারীদরে ও যারা সগেুলকিে পদতলে দলতি করে তাদরে মধ্যে বভিাজনরে রখো প্রদর্শন কর। আত্মার পবত্রিীকরণ সইে পার্থক্যকে চহ্নিতি করে যা ঈশ্বররে মোহরপ্রাপ্তদরে এবং যারা একটি জাল বশ্রিাম-দনি পালন করে তাদরে মধ্যে বদ্যিমান। যখন পরীক্ষা উপস্থতি হব, তখন স্পষ্টভাবে প্রকাশতি হবে য পশুর চহ্নি কী। তা হলো রববিার পালন। যারা সত্য শোনার পরও এই দনিটকিে পবত্রি বলে গণ্য করতে থাক, তারা সইে পাপরে মানুষরে স্বাক্ষর বহন কর, য সময় ও ব্যবস্থা পরবির্তন করতে চন্তিা করছেলি।" Bible Training School, December 1, 1903.

ইশাইয়া "পূর্ববায়ুর দনি"ক, যাকে তনিি "প্রচণ্ড বাতাস"ও বলনে এবং যা সংযত থাকে (stayeth), সইে সময় হসিবেে চহ্নিতি করনে যখন "পরমিাপ" শুরু হয়।

> পরমিাপ, যখন তা প্রস্ফুটতি হয়, তুমি তার সঙ্গে ববিাদ করবি; পূর্ববায়ুর দনিে তনিি তাঁর কঠোর বায়ু থাময়িে রাখনে। অতএব এর দ্বারাই যাকোবরে অধর্ম পরশিুদ্ধ হব; এবং তার পাপ দূর করার সমুদয় ফল এই য, যখন সে বদেীর সমস্ত পাথরকে সইে চূর্ণ করা চুনাপাথররে ন্যায় কর, তখন উপবন ও মূর্তগিুলি আর দাঁড়াবে না। তবু দুর্গবদ্ধ নগর জনশূন্য হব, আর বাসস্থান পরত্যিক্ত হব, এবং মরুভূমরি মতো ফলে রাখা হব: সখোনে বাছুর চরব, এবং সখোনে সে শুয়ে থাকব, এবং তার শাখাপ্রশাখা খয়েে ফলেব। তার ডালপালা যখন শুকয়িে যাব, তখন সগেুলি ভঙেে ফলো হব: নারীরা এসে সগেুলতিে আগুন ধরয়িে দবে: কারণ তারা বোধশূন্য এক জাতি: সুতরাং যনিি তাদরে সৃষ্টি করছেনে তনিি তাদরে প্রতি দয়া করবনে না, এবং যনিি তাদরে গঠন করছেনে তনিি তাদরে প্রতি কোনো অনুগ্রহ দখোবনে না। আর সইে দনিে এমন হবে য, প্রভু নদীর খাত থকেে মশিররে স্রোত পর্যন্ত ঝড়েে নবেনে, আর হে ইস্রায়লেরে সন্তানরা, তোমাদরে একে একে জড়ো করা হব। আর সইে দনিে এমন হবে য, মহা তূর্য ধ্বনতি হব, এবং যারা আসরিয়িা দশেে বনিষ্ট হতে বসছেলি তারা আসব, এবং যারা মশির দশেে চ্যুত হয়ে ছলি তারাও, এবং তারা যরিূশালমেে পবত্রি পর্বতে প্রভুর উপাসনা করব। ইশাইয়া ২৭:৬-১৩।

"পূর্ব বায়ু" হলো সইে শক্তি, যা "তারশীশরে জাহাজ" ডুবয়িে দয়ে এবং টাইররে বশ্যোর ওপর বচিার নয়িে আস। "পূর্ব বায়ু" হলো সইে শক্তি, যা রাজাদরে ভীত করে তোল। "পূর্ব বায়ুই" মশিররে ওপর "ঝলসানো" বপির্যয় এনছেলি, যা সাত বছররে দুর্ভক্ষি সৃষ্টি করছেলি, যখন যোসফে ও ফরোউন সমস্ত পৃথবিীকে (মশিরক) দাসত্বে এনে ফলেছেলিনে; এবং মশির থকেে

মুক্তির সময় সবকিছু খেয়ে ফেলা "পঙ্গপাল"ও এনেছিল "পূর্ব বায়ু"ই। ইসলামই "পূর্ব বায়ু"।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সংস্কার আন্দোলনসমূহ প্রতিষ্ঠা করে যে প্রত্যেকটি সংস্কার আন্দোলনের নিজস্ব বিশেষ বিষয় আছে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিষয় হলো ইসলাম। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম পৃথিবীর জন্তুর ওপর আক্রমণ করে, এবং জর্জ ডব্লিউ. বুশ, 'দ্বিতীয়', সঙ্গে সঙ্গে 'পূর্ব বাতাস'-এর ওপর রোধ আরোপ করেন। সেই ঘটনায়, সিস্টার হোয়াইট যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির মহান ভবনগুলো ধসে পড়ে, তখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো, পদ এক থেকে তিন পূর্ণ হয়েছিল। ওই তিনটি পদ প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় আঠারোর দুইটি কণ্ঠের মধ্যে প্রথমটিকে উপস্থাপন করে। দ্বিতীয় কণ্ঠটি পদ চার-এ রয়েছে, এবং এটি বাবিলন থেকে বের হয়ে আসার আহ্বানকে চিহ্নিত করে, যা যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইনে শুরু হয়। তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলামকে প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় সাত-এর চার স্বর্গদূত রোধ করে রাখেন, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মোহরিত হচ্ছে।

> প্রভু ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর; তবু তিনি এই প্রজন্মে তাঁর লোকেদের পাপ ও অপরাধ দীর্ঘকাল ধরে সহ্য করেন। যদি ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর পরামর্শে চলত, তবে ঈশ্বরের কাজ অগ্রসর হত, সত্যের বার্তাগুলি সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। যদি ঈশ্বরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করত এবং তাঁর বাক্যের পালনকারী হত, যদি তারা তাঁর আজ্ঞাসমূহ রক্ষা করত, তবে এক স্বর্গদূত স্বর্গের মধ্য দিয়ে উড়ে এসে সেই চার স্বর্গদূতের উদ্দেশে বার্তা নিয়ে আসত না—যাদের কাজ ছিল চার বাতাসকে মুক্ত করে দিয়ে যাতে তারা পৃথিবীর উপর বইতে পারে—এই বলে চিৎকার করে, ‘থামাও, থামাও চার বাতাসকে; তারা যেন পৃথিবীর উপর না বয়, যতক্ষণ না আমি ঈশ্বরের দাসদের তাদের কপালে সীলমোহর করি।’ কিন্তু মানুষ যেমন প্রাচীন ইস্রায়েলে ছিল, তেমনই অনাজ্ঞাকারী, অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র; এই কারণে সময় দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, যাতে সবাই উচ্চ স্বরে ঘোষিত শেষ অনুগ্রহের বার্তা শুনতে পারে। প্রভুর কাজ ব্যাহত হয়েছে, সীলমোহর করার সময় বিলম্বিত হয়েছে। অনেকেই সত্য শোনেনি। কিন্তু প্রভু তাদের শুনতে ও রূপান্তরিত হতে সুযোগ দেবেন, এবং ঈশ্বরের মহান কাজ অগ্রসর হবে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ২৯২।

যারা সীলপ্রাপ্ত হন, তারা রবিবারের আইন জারি হওয়ার আগেই সীলপ্রাপ্ত হন, কারণ পৃথিবীর মানুষকে কেবল সতর্ক করা যায় এবং সেইজন্য বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করা যায়, রবিবারের আইন-সংকটে ঈশ্বরের সীল ধারণকারী পুরুষ ও নারীদের দেখে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সীলকরণের সময় বিলম্বিত হয়েছিল।

সকল নবী শেষ প্রজন্মকে উদ্দেশ করেই কথা বলছেন, এবং এই অংশটি সরাসরি শেষ প্রজন্মের প্রতি নির্দেশিত। এই শেষ প্রজন্মে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর পরামর্শে ‘চলেনি’, এবং সেই কারণেই মোহর করার সময় ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা যে জন্তু দুই নবীকে হত্যা করেছিল, সেই জন্তুর দ্বারাই এটি বিলম্বিত ও ব্যাহত হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় সেই জন্তু ছিল নাস্তিকতা, এবং এটি সেই নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনের প্রতিরূপ ছিল, যা ‘ওয়োক-ইজম’ প্রবর্তনকারীরা Future for America আন্দোলনের মধ্যে ঢুকিয়েছিল; যে আন্দোলন এখন সারা বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর Future for America ঈশ্বরের পরামর্শে চলা বন্ধ করে, এবং আধুনিক সমকামিতার এজেন্ডা প্রচারকারীদের প্রভাবকে, সময় নির্ধারণ

প্রচারকারীদের সঙ্গে মিলিতভাবে, মোহর করার সময়কে ব্যাহত করতে সুযোগ দেয়।

> আমার কাছে যে অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তা আমার মনে ভিড় করছে; সেগুলো কীভাবে ভাষায় আনব, তা আমি প্রায় জানি না। তবু আমি নীরব থাকতে পারি না। যে লোকেরা সহমানুষদের উপর শাসন করতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে এবং যে পরিকল্পনাগুলো পবিত্র আত্মা নিন্দা করছেন, সেগুলো কার্যকর করতে উদ্যত—তাদের প্রতি প্রভু ক্ষুব্ধ। এই লোকদের ঈশ্বর স্থাপন করেননি—এ কথা তোমরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছ; এতে আমি এমন বিস্মিত যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। নতুন যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা তোমাদের আতঙ্কিত করা উচিত, কারণ এর জন্য স্বর্গের অনুমোদন ছিল না।
>
> স্বভাবজাত হৃদয় যেন নিজের কলুষিত, দূষিতকারী নীতিগুলো ঈশ্বরের কাজে না আনে। আমাদের বিশ্বাসের নীতিমালা কোনোভাবেই লুকিয়ে রাখা যাবে না। ঈশ্বরের লোকদের তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ধ্বনিত করতে হবে। এটি বিস্তৃত হয়ে উচ্চ আহ্বানে পরিণত হবে। প্রভু এক নির্দিষ্ট সময় স্থির করেছেন, যখন তিনি কাজটি সমাপ্ত করবেন; কিন্তু সেই সময় কখন? যখন এই অন্তিম দিনগুলোর জন্য ঘোষণীয় সত্য সব জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে গিয়ে পৌঁছাবে, তখনই শেষ আসবে। যদি শয়তানের শক্তি ঈশ্বরের নিজ মন্দিরেই প্রবেশ করে এবং তার ইচ্ছেমতো বিষয়াদি পরিচালনা করতে পারে, তবে প্রস্তুতির সময় দীর্ঘায়িত হবে।
>
> ঈশ্বর তাঁর জনগণের জন্য আশীর্বাদের বার্তা নিয়ে যাঁদের পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের বিরোধিতা করতে যে আন্দোলনগুলো চালানো হয়েছে, তার গোপন রহস্য এখানে। এই মানুষদের ঘৃণা করা হয়েছে। এই মানুষদের এবং ঈশ্বরের বার্তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে, যেমন সত্যিই খ্রিস্ট নিজে তাঁর প্রথম আগমনে ঘৃণিত ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য হয়েছিলেন। দায়িত্বশীল পদে থাকা লোকেরা সেই একই গুণাবলি প্রকাশ করছেন, যা শয়তান প্রকাশ করেছে। তারা মনের ওপর শাসন করতে চেয়েছে, বুদ্ধি ও প্রতিভাকে মানবীয় এখতিয়ারের অধীন আনতে চেয়েছে। যাদের ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নেই, অথবা পবিত্র আত্মার পথনির্দেশে কোনো অভিজ্ঞতা নেই—তেমন লোকদের নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরের দাসদের আনতে চেষ্টা করা হয়েছে। এমন নীতির জন্ম হয়েছে, যেগুলো কোনোদিন দিনের আলো দেখা উচিত ছিল না। অবৈধ সন্তানটিকে প্রথম নিঃশ্বাস নিতেই রুদ্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। সীমাবদ্ধ মানুষরা ঈশ্বর ও সত্যের বিরুদ্ধে, এবং প্রভুর নির্বাচিত বার্তাবাহকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; এবং তাঁদের বিরুদ্ধে পাল্টা কাজ করতে তারা যে সব উপায় ব্যবহারের সাহস করছে, সেগুলো সবই ব্যবহার করছে। অনুগ্রহ করে বিবেচনা করুন—ঈশ্বরের বার্তাগুলোকে যারা তুচ্ছ করছে এবং শাস্ত্রলেখক ও ফারিশিদের মতো ঈশ্বর যাঁদের ব্যবহার করছেন তাঁর জনগণের প্রয়োজনীয় আলো ও সত্য উপস্থাপনের জন্য, সেই মানুষদেরই যারা অবজ্ঞা করছে—তাদের প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনায় কী গুণ ছিল। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটেরিয়ালস, ১৫২৫।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে মোহরকরণের সময় শুরু হয়েছিল, তা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ শয়তানের প্রতিনিধিদের "ঈশ্বরের নিজ মন্দিরে" প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখানে যে বিষয়টি লক্ষ করা উচিত তা হলো ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত মিলারাইট মন্দির নির্মিত হয়েছিল, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ চুক্তির দূত আকস্মিকভাবে তাঁর মন্দিরে এসেছিলেন। মন্দির ও বাহিনী এক হাজার দুইশো ষাট বছর ধরে পোপতন্ত্রের দ্বারা পদদলিত হয়েছিল, আর যখন পোপতন্ত্র মারাত্মক ক্ষত পেলে, তখন খ্রিস্ট মিলারাইট মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করলেন, এবং বহু সাক্ষ্যে মন্দিরের প্রতীক হলো সংখ্যা

ছেচল্লিশ।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট, প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলেন, এবং প্রোটেস্ট্যান্টধর্মের বিচার শুরু হলো। সেই ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হয়।

ধর্মগ্রন্থে "পূর্ব বায়ু"ই তার্শীশের জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেয়, সেই মহান নগরী টাইরকে ধ্বংস করে ফেলে, এবং রাজা ও ব্যবসায়ীদেরকে তিন বার "হায়, হায়" (আহা, আহা) বলে আর্তচিৎকার করতে বাধ্য করে। কিন্তু আমরা যিশাইয়ার যে অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করছি, সেখানে "পূর্ব বায়ু'র" দিনটি সেই দিন, যেদিন ঈশ্বর "তাঁর প্রচণ্ড বায়ু" সংযত করেন। এই অনুচ্ছেদে "পূর্ব বায়ু"কে সংযত করে রাখা হয়েছে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজটি বিঘ্নিত না হয়; একটি কাজ যা শেষ বৃষ্টির সময় সম্পন্ন হয়। এই অনুচ্ছেদে সংযত করে রাখা "পূর্ব বায়ু'র" বিষয়টি শেষ বৃষ্টি, তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ, এবং বাবিলনে থাকা ঈশ্বরের অন্যান্য সন্তানদের বের করে আনার বিষয়টিকে চিহ্নিত করছে। সে সময়কালে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর লাগানোর সময়, চার স্বর্গদূত চারটি বায়ু ধরে রেখেছেন।

> এর পরে আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোণে চারজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁরা পৃথিবীর চার বায়ুকে ধরে রেখেছেন, যেন পৃথিবীর উপর, সমুদ্রের উপর, কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর বায়ু না বয়। তারপর আমি আর-একজন স্বর্গদূতকে পূর্বদিক থেকে উঠে আসতে দেখলাম; তাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর ছিল। আর তিনি উচ্চস্বরে সেই চারজন স্বর্গদূতকে ডেকে বললেন, যাঁদের পৃথিবী ও সমুদ্রের ক্ষতি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এই বলে, "পৃথিবীর, সমুদ্রের, কিংবা বৃক্ষদের ক্ষতি করো না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ঈশ্বরের দাসদের তাদের কপালে মোহরাঙ্কিত করি।" প্রকাশিত বাক্য ৭:১–৩।

"পূর্বের বাতাস" আটকে রাখা, "ক্রুদ্ধ জাতিসমূহ"কে আটকে রাখা এবং "চার বাতাস" আটকে রাখা—সবই শেষ বৃষ্টির সময় ঘটে, কারণ শেষ বৃষ্টির সময়েই তাঁর লোকদের ওপর ঈশ্বরের সীল বসানো হয়। চারজন স্বর্গদূত যে চার বাতাসকে আটকে রেখেছেন, সেগুলো ইসলামের প্রতীক।

> "স্বর্গদূতেরা চার বায়ুকে ধরে রেখেছেন, যা এমন এক ক্রুদ্ধ অশ্বের দ্বারা প্রতীকায়িত, যে বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে এবং সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠমণ্ডলের উপর দিয়ে ছুটে যেতে উদ্গ্রীব, তার পথের মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যু বহন করে।"
>
> "অনন্ত জগতের একেবারে প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েও কি আমরা নিদ্রামগ্ন থাকব? আমরা কি নিস্তেজ, শীতল ও মৃতপ্রায় হয়ে থাকব? ওহ, যদি আমাদের গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের আত্মা ও নিঃশ্বাস তাঁর জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হতো, যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবিত হতো। আমাদের দেখতে হবে যে পথ সংকীর্ণ, এবং দ্বার সঙ্কীর্ণ। কিন্তু যখন আমরা সেই সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি, তখন তার প্রশস্ততা সীমাহীন।" Manuscript Releases, volume 20, 217.

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই বাস্তবতাগুলো আরও আলোচনা করব, কারণ "এই রাজাদের দিনগুলোতেই"—যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর অষ্টম রাজ্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এবং যা "সাতটি রাজ্যেরই" অন্তর্ভুক্ত—ঈশ্বর একটি চিরস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

> আর এই রাজাদের দিনে স্বর্গের ঈশ্বর এমন এক রাজ্য স্থাপন করবেন, যা কখনও ধ্বংস হবে না; এবং সেই রাজ্য অন্য কোনো জাতির হাতে সমর্পিত হবে না; বরং তা এই সমস্ত রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গ্রাস করবে, এবং তা চিরকাল স্থির থাকবে। কারণ

তুমি দেখেছিলে যে, কোনো হাতের সাহায্য ব্যতীত পর্বত হতে একটি পাথর কাটা হয়েছিল, এবং তা লোহা, পিতল, মাটি, রৌপ্য ও স্বর্ণকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল; মহান ঈশ্বর রাজাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এর পর কী ঘটবে; এবং স্বপ্নটি নিশ্চিত, এবং তার ব্যাখ্যাও অচ্যুত। দানিয়েল ২:৪৪, ৪৫।